প্রথম আলো

তারিখ 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

অচল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী উপাচার্যের অদক্ষতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অচল হইয়া পড়িয়াছে নবগঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে, রাজস্বের অধীনে প্রথম সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া যায় ৭৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত ৬ মাসে ঐ অর্থ ব্যয় করিবার কথা থাকিলেও কর্তৃপক্ষ উহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। স্টাফদের বেতন ও ভাতা বাবদ মাত্র ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অবায়িত ৬৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ফেরত দিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দসহ বিভিন্ন খাতে বিপুল বরাদ্দ থাকিবার পরও কোন টাকাই ব্যয় করিতে পারে নাই। ২০০৭-০৮ অর্থবৎসরের চিত্রও একই রকম। ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সরকারি বাজেট বরাদ্দের মধ্যে প্রথম ৬ মাসে (জুন-ডিসেম্বর) ব্যয় করিয়াছে মাত্র ৩৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। উহার মধ্যে বেতন-ভাতাই ৩৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। বাকি ৬ মাসের হিসাব চূড়ান্ত হয় নাই এখনও। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাতের ক্ষেত্রেই অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে সরকার। খরচের অগ্রগতির রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া ইউজিসি মোট বরাদ্দ হইতে অবশেষে ৯০ লক্ষ টাকা কর্তন করিয়া দেয়। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, এই ৯০ লক্ষ টাকাও ব্যয় করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, যাহার কারণে মোট বরাদ্দ হইতে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ফেরত লইয়াছে ইউজিসির হিসাব শাখা। ব্যয়ের ব্যর্থতা ও ক্রমাবনতির ধারাবাহিকতায় ২০০৮-০৯ অর্থবৎসরে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাজেট প্রাক্কলন করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। অর্থ ও জনবল সংকটে বিপর্যস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। যেই ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হইতে পারিতেছে না, সেই ক্ষেত্রে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন বেহাল অবস্থা দুঃখজনক বৈকি। উপাচার্যের অদক্ষতা, অযোগ্যতা, সিদ্ধান্তহীনতা সর্বোপরি ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কার্যত অচল হইয়া পড়িয়াছে উহার একাডেমিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা কার্যক্রম। যেই কারণে এখনও পর্যন্ত শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা যায় নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে নূতন করিয়া জনবল নিয়োগে আরোপ করা হইয়াছে নিষেধাজ্ঞা। এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতি চলিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম যাহা কোনভাবেই কাম্য নহে। একই রকম অব্যবস্থা, অদক্ষতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পরিলক্ষিত হইতেছে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ ও মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়েও। উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইয়াছে ইউজিসি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছেন অপসারিত। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও ত্বরিত সিদ্ধান্ত লওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায় একটি সম্ভাবনাময় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস হইতে দেওয়া যায় না।